Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

16 June 2023 / 27 Zulkaedah 1444H

ভিন্ন মতাদর্শ ও জীবনযাপন পদ্ধতি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় প্রজ্ঞা

Wisdom in Dealing with Differences of Ideas and Lifestyles

الحَمدُ لِلَّهِ مُثِيبِ الطَّائِعِينَ عَلَى صَالِحِ العَمَلِ أَجزَلَ الثَّوَاب، وَمُجِيبِ الدَّاعِينَ فَهُوَ أَكرَمُ مَنْ أَجَابَ، وَيَهدِي إِلَيهِ مَن تَابَ وَأَنَابَ، وَأَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً لاَ يَحجُبُهَا عَن الإِخلاَصِ حِجَابٌ، وَأَشهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ أَرسَلَهُ بِأَسمَحِ دِينٍ وَأَفصَحِ كِتَابٍ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى سيِّدنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهلِ التُّقَى وَأُولِي الأَلبَابِ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عَبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

আসুন, আমরা মহান আল্লাহতা আলার নির্দেশগুলি মেনে চলে এবং তাঁর দেয়া নিষেধাজ্ঞাগুলি পরিহার করে আমাদের তাকওয়া বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রাখি। আমরা যেন আমাদের পরিবারকে মহান আল্লাহ তা আলার প্রতি বিনয় ও নিরন্তর ইবাদতের মধ্যে দিয়ে গঠন করতে পারি। আমীন।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

আসুন, আমরা স্মরণ করি গত সপ্তাহের খুতবাতে আলোচিত বক্তব্যসমূহ যেখানে আমরা আলোচনা করেছিলাম পরিবারে পিতামাতার ভূমিকা বিশেষ করে একটি সফল ও সুখী পরিবার গঠনে পিতার ভূমিকা তাকওয়ার ওপর ভিত্তি করে যে পরিবারটি গঠিত হয় সেখানে ভালবাসা, তৃপ্তিবোধ ও ক্ষমার মত গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধগুলি বিরাজ করে।

মহান আল্লাহ তা আলা সুরা আর রুমের ২১ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেছেন,

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

অর্থঃ তাঁর আরও এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংগিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।

এই দুনিয়ায় এবং পরকালে মহান আল্লাহ তা আলার রহমত অর্জন করার নিয়ত করে পরিবারকে কিভাবে গঠন করতে হবে এ ব্যাপারে ইসলামে পরিষ্কার নির্দেশনা দেয়া আছে । পরিবারের আকার এবং আকৃতি নিয়ে ইসলামে কোন প্রকার ধোঁয়াশা বা সন্দেহ নাই। এ ব্যাপারে কোরান সম্পূর্ণ পরিষ্কার । সুরা আন নাজমের ৪৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা আলা ইরশাদ করেছেন,

وَأَنَّهُۥ خَلَقَ ٱلزَّوۡجَيۡنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلۡأُنثَىٰ ٤٥

অর্থঃ এবং অবশ্যই তিনি মানুষকে নারী ও পুরুষ এই ভাবে এক জোড়া হিসাবে সৃষ্টি করেছেন।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

এতক্ষণ যা বলা হলো তার বাইরে পরিবার সম্পর্কে কিছু পরস্পরবিরোধী মতাদর্শ ও জীবনযাপনপদ্ধতি আছে যা আমাদের মধ্যে পরিবারের ধারণা সম্পর্কে ও সন্তান লালন পালন করার পদ্ধতি নিয়ে কিছু অস্পষ্টতা ও ভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। এদের একটা অংশ এ ও বলে যে একজন নারী ও একজন পুরুষের সম্মিলনে গঠিত পরিবার ছাড়াও পরিবার গঠন করা যায়।

এইসব মতাদর্শ তৈরী হওয়ার কারণ, উদ্দেশ্য ও প্রেক্ষাপট নির্বিশেষে আমরা মুসলমান হিসেবে পরিবার সম্পর্কে সেইসব মতাদর্শ যা ইসলামের শিক্ষা ও ইসলামিক মূল্যবোধের সংগে মেলে না তা মেনে নিতে পারি না। এটা উল্লেখ করা উচিত যে এইসব মতাদর্শগুলি সিংগাপুরের সমাজে প্রচলিত পরিবারের ধারণা ও কাঠামো সম্পর্কে ধারণাগুলির সংগে সাংঘর্ষিক হয়ে থাকে। এটা পৃথিবীর বেশীরভাগ জনগোষ্ঠীর জন্য প্রযোজ্য ।

তরুণ প্রজন্ম এবং আমাদের সন্তানেরা এইসব বিষয়ে আমাদের প্রশ্ন করতে পারে বা এ নিয়ে তারা যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় তা নিয়ে তাদের প্রশ্ন থাকতে পারে। এ ক্ষেত্রে, ধর্মীয় শিক্ষা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবার প্রতিষ্ঠানটির শক্তি বাড়ানোর ব্যাপারে আমরা কি ভূমিকা রাখতে পারি? কিভাবে আমরা এই পরিবর্তিত চ্যালেঞ্জিং সামাজিক প্রেক্ষিতে আমাদের সন্তানদের পথ নির্দেশনা দিয়ে যেতে পারি?

এ ব্যাপারে আমি কিছু কথা সবার সংগে শেয়ার করতে পারি।

আমাদের সন্তানদেরকে এমনভাবে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা যা কিনা সম্পূর্ণ এবং সর্বাঙ্গীন।

সন্তানদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা দানে বাবা মা'র ভূমিকায় নামাজ, রোজার মত মৌলিক কাজ শেখানোর বাইরেও অনেক কিছু থাকে। এখনকার দিনের বাবা মাকে চারপাশের পৃথিবীতে ছেলেমেয়েরা এই সময়ে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়, সেগুলি মোকাবেলায় কীভাবে তাদের পথ নির্দেশনা দিতে হবে সে সব বিষয়ে ভাল ধারণা অবশ্যই রাখতে হবে।

বাবা মাদেরকেও তাদের পরবর্তী প্রজন্মের সামাজিক রীতিনীতি বিষয়ে তাঁদের সন্তানদের কথাবার্তা, ভাবনা চিন্তা গুলি সম্পর্কে জানা ও শোনা দরকার। যখন কোন সন্তান নির্দ্বিধায় বাবামার সংগে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে, তখন বাবামাও তাদের সন্তানদের সংগে বর্তমান যুগের বিষয়াবলী নিয়ে কথা বলতে সক্ষম হন। এতে

করে যে কোন বিষয়ে সন্তানদেরকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা দিতে ও পথ নির্দেশনা দিতে সক্ষম হবেন।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

এর সংগে আমাদের সর্বাত্মক পরিপক্কতা, প্রজ্ঞা ও ক্ষমাশীলতার সংগে ভিন্ন মতামত এবং ভিন্ন বিশ্বাসে বিশ্বাসীদের সংগে আলোচনায় অংশ নেয়া উচিত। যে কোন ধারণা বা মতামতের সংগে সম্মত না হওয়াটা অপমান বা দুর্ব্যবহারের সামিল করা উচিত নয়। আমাদের কাজ হলো গঠনমূলকভাবে পরবর্তী প্রজন্মকে পথ নির্দেশ করা , কাউকে অপদস্ত বা হেয় প্রতিপন্ন করা নয়।

আমরা যদি কোন একটি দল বা গোষ্ঠীকে অপমানকর কথা বলে হেয় করি, কিংবা কোন ব্যাক্তিকে যিনি ধর্মীয় পথ থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন তাঁর সাথে অপমানকর ব্যবহার করি, তাঁকে তাহলে একটা ভয় আছে যে এটা তাঁদের অন্তরে ঘৃণার উদ্রেক করবে এবং তা মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ও শত্রুতার সৃষ্টি করবে।

এইসমস্ত নেতিবাচক প্রভাবগুলির কথা একবার চিন্তা করে দেখুন, এগুলি আমাদের সন্তানদেরকে আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে কি ধারণা দিবে। নিশ্চয়ই আমরা কখনই চাই না যে আমাদের সন্তানেরা ইসলামকে একটি চরমপন্থীদের ধর্ম ভাবুক।

যাইহোক, যদি আমাদের এত প্রচেষ্টার পর আমাদের সন্তানদেরকে এই ধর্মে খুব আগ্রহী হিসাবে দেখতে চাই তবে আমাদের উচিত নবী মুসা (আঃ) ও নবী হারুনকে (আঃ) দেয়া উপদেশ অনুসরণ করতে পারি। সুরা তা'হার ৪৪ নম্বর আয়াতে উল্লেখ আছে,

فَقُولَا لَهُۥ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿٤٤﴾

অর্থঃ কথা বলার সময় তার সাথে (ফেরাউন) খুব নম্রভাবে কথা বল যাতে সে আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হয়ে ওঠে বা আল্লাহকে ভয় করে।

যদি মহান আল্লাহ তা আলা নবী মুসা (আঃ)) ও নবী হারুণ (আঃ) কে ফেরাউনের সঙ্গে (যে নিজেকে আল্লাহ বলে দাবী করেছিল) নম্রভাবে কথা বলার কথা মনে করিয়ে দেন তবে আমরা কেন ভাবি না যখন আমরা কোন মুসলমানের সংগে কথা বলি যে নানাবিধ সমস্যা বা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় যখন তাদের কোন চাওয়া বা তাদের পরিচয় এমন হয় যা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সাংঘর্ষিক হয়।

মহান আল্লাহ তা আলা যেন আমাদের সেই শক্তি, সফলতা এবং সঠিক পথ নির্দেশনার ক্ষমতা দেন যাতে করে আমরা আমাদের সন্তানদের যথাযথ প্রজ্ঞার সাথে শিক্ষা দিতে এবং পথ দেখাতে পারি।

আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَ لَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

Second Sermon

الْحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنهُم وَالْأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْبَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالْمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ الْبُلْدَانِ عَامَّةً، يَارَبَّ الْعَالَمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذْكُرُوا اللهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.